ভ্রান্ত শিক্ষার প্রকৃতি

প্রেরিত শিষ্য যোহনের প্রথম পত্র ২ অধ্যায় ১৮-১৯ পদ

আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যারা মনে করেন যে, আমরা কী বিশ্বাস করি, তা খুব একটা পার্থক্য তৈরী করে না, যদি আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করি। কিন্তু এমন চিন্তা যে কতোখানি মারাত্মক হতে পারে, তা তারা কখনও গভীর ভাবে ভেবে দেখেন না। যারা এমন চিন্তা করে, তারা ভাবে যে *"আন্তরিকতা হল সেই জাদু-মন্ত্র, যা কোনও বিষয়কে সত্যে রূপান্তরিত করে।"* না, আমাদের আন্তরিকতা কখনও কোনও মিথ্যা বিষয়কে সত্যে রূপান্তরিত করতে পারে না। মিথ্যার প্রতি বিশ্বাস সর্বদা মারাত্মক পরিণাম নিয়ে আসে; কিন্তু সত্যের প্রতি বিশ্বাস আমাদের কখনও ঠকায় না। তাই, আমরা কী বিশ্বাস করি, তার দ্বারা অবশ্যই পার্থক্য তৈরী হয়। আমি যদি কলকাতা থেকে মোম্বাই যেতে চাই, তাহলে, আমি যতই আন্তরিক হই-না-কেন, দিল্লীর পথ ধরলে আমি কখনও মোম্বাই পৌঁছাতে পারব না। তাই, মিথ্যা বা কু-সংস্কারকে ভিত্তি করে, আমাদের জীবন গড়া নয়; আমাদের উচিৎ, আমরা যেন সর্বদা সত্যের উপর আমাদের জীবন গড়ি।

বিশেষ করে, আমাদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয়, তারা যদি নিজেরা মিথ্যার প্রতি বিশ্বাস করে, তাহলে, তা অনেক মানুষের মধ্যে আরও বেশি ও মারাত্মক পরিণাম আনয়ন করে। কারণ, তার নেতৃত্বের নিচে যারা থাকে, তারাও তার দ্বারা সেই মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে, আর ভাবে যে, তাদের সেই মিথ্য-বিশ্বাসের প্রতি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা তাদের শুভফল দেবে। সেই সমস্ত নেতাদের আমরা তাদের সঙ্গে তুলনা করতে পারি, যাদের সম্বন্ধে স্বয়ং খ্রীস্ট এমন কথা বলেছিলেন: ***"ওরা অন্ধদের অন্ধ পথপ্রদর্শক; যদি অন্ধ অন্ধকে পথ দেখায়, উভয়েই গর্তে পড়বে"*** (মথি ১৫:১৪)। এই কারণে, **<u>নিজেদের খ্রীস্টবিশ্বাসী বলে পরিচয় দিয়েও, যে সমস্ত নেতা খ্রীস্টবিশ্বাসের প্রাথমিক বিশ্বাসসমূহ অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া মনোভাব নেবার প্রয়োজন আছে</u>**। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বিশ্বাসী আমরা তাদের প্রতি নরম মনোভাব প্রদর্শন করে থাকি, কারণ আমরা যে যুগে বাস করছি, তা হল সহিষ্ণুতা *(tolerance)* প্রদর্শনের যুগ। তাই, আমরা তাদের বিশ্বাসকে তোয়াক্কা করি না, কেবল তাদের কাজের প্রতি নজর রাখি। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তারা কী বিশ্বাস করে, তা অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, তাদের কাজ তাদের বিশ্বাসকেই অনুসরণ করে; তাদের বিশ্বাস থেকেই তাদের কাজ আত্মপ্রকাশ করে। তাই, বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এখন প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে প্রেরিত-শিষ্য যোহন যখন তার প্রথম পত্র লিখেছিল, তখন থেকেই খ্রীস্টিয় সত্যের উপর আক্রমণ শুরু হয়েছিল এবং মণ্ডলীর মধ্যে বিভিন্ন ভ্রান্ত শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। এখন, এমন পরিস্থিতিতে, যোহন তার মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের খ্রীস্ট বিশ্বাসের প্রাথমিক ও মূল বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে বলেছেন। ১ম যোহন ২:১৮-২৯ পদে, সেই সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে যোহন বিশ্বাসীদের সতর্ক করেছে।

এর ঠিক আগে, ১৭ পদে জগৎ ও তার অভিলাষ সম্বন্ধে যোহন এমন কথা বলেছিল, ***"জগৎ ও তার অভিলাষ বয়ে যাচ্ছে (শেষ হয়ে যাচ্ছে)।"*** তাই, এই অংশে যোহন তাদের কাছে তুলে ধরেছে যে, সেই শেষ সময় উপস্থিত। কারণ, যোহনের কথানুসারে, শেষকালের বিভিন্ন চিহ্ন আমাদের চোখে পড়তে শুরু করেছে। কালের চিহ্ন হিসাবে, যে সমস্ত ***খ্রীস্টারি*** আত্ম প্রকাশ করেছে, যোহন তাদের আসল চেহারাকে তার মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কাছে অনাবৃত করেছে, যেন মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা তাদের ভ্রান্ত শিক্ষা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল (সতর্ক) থাকে।

১৮ পদে, যোহন বলেছে, ***"শিশুরা, <u>শেষকাল উপস্থিত, আর তোমরা যেমন শুনেছ যে, খ্রীস্টারি</u> আসছে, তেমনি এখনই অনেক খ্রীস্টারি হয়েছে; এতে আমরা জানি যে, শেষকাল উপস্থিত।"*** ২:১৮-২৯ পদে, যোহন ভ্রান্ত শিক্ষাকে চিনবার বিভিন্ন ইঙ্গিত দিয়েছে। বিশ্বাসী আমাদেরকে আলো ও ভালোবাসার পথের পাশাপাশি সত্যের পথেও চলতে হবে।

পিতার ন্যায় স্নেহে যোহন তার মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের শিশু বলে পুনরায় সম্মোধন করেছে, কারণ যোহনের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

উপলব্ধিতে তারা তাদের চিন্তা-ভাবনায় এখনও শিশু এবং সেই কারণে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা লাভের প্রয়োজন। তাই, সেই সমস্ত বিশ্বাসী যে সঙ্কটময় পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছে, তা তাদের কাছে তুলে ধরতে যোহন সেই সময়কে ***শেষকাল*** বলেছে। গ্রীক ভাষায় এই শেষকালকে উল্লেখ করতে গিয়ে যে শব্দ (ἐσχάτη ὥρα) ব্যবহার করা হয়েছে, তার আক্ষরিক অর্থ **"শেষ ঘণ্টা।"** এই কথার দ্বারা যদিও 'সামান্য সময়ের ব্যবধান' বা 'নির্দিষ্ট সময়ের কোনও বিন্দুকে' নির্দেশ করা সম্ভব, কিন্তু এর দ্বারা একইসঙ্গে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়কেও নির্দেশ করা সম্ভব। যোহন তার সুসমাচারে ৪:২৩ (***এমন সময় আসছে, বরং এখনই উপস্থিত***) অথবা ১৬:২ (***এমনকি, সময় আসছে, যখন যে কেউ . . .***) পদেও একই শব্দ (ঘণ্টা, ὥρα) ব্যবহার করেছে, যার অর্থ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়। নতুন নিয়মে ***শেষদিনের*** (*"the last day"*) দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাসের চূড়ান্ত বিন্দু, তথা খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের দিন, বা শেষবিচারকে নির্দেশ করা হয়েছে, কিন্তু ***শেষের দিনসমূহ*** (*"the last days"*) দ্বারা খ্রীস্টের প্রথম ও দ্বিতীয় আগমনের মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানকেই নির্দেশ করা হয়েছে। সেই দিক থেকে, এখানে ***শেষকাল*** (ἐσχάτη ὥρα) বলতে **শেষের দিনসমূহকেই** নির্দেশ করা হয়েছে।

এখন, আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, খ্রীস্ট নিজে যখন তাঁর দ্বিতীয় আগমনের দিন-ক্ষণ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, তখন যোহন সেখানে উপস্থিত ছিল, যীশু তখন বলেছিলেন, ***"সেই দিনের ও দণ্ডের কথা কেউই জানে না, স্বর্গে দূতরাও জানে না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন"*** (মথি ২৪:৩৬)। কেবল তাই নয়, পুনরুত্থিত যীশু স্বর্গারোহণের পূর্বে যখন শিষ্যদের দেখা দিয়েছিলেন, তখনও যোহন সেখানে উপস্থিত ছিল, সেখানে যীশু বলেছিলেন, ***"যে সকল সময় কি কাল পিতা নিজ কর্তৃত্বের অধীন রেখেছেন, তা তোমাদের জানবার বিষয় নয়"*** (প্রেরিত ১:৭)। আবার, যোহন যীশুর কাছ থেকে শুনেছিল, ***"এ সকল ঘটনা আরম্ভ হলে, তোমরা উপরের দিকে তাকিও, মাথা তুলো, কারণ তোমাদের মুক্তি সন্নিকট"*** (লুক ২১:২৮)। এই সমস্ত শাস্ত্রাংশ থেকে যে কথা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি, তা হল, খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমণের বিভিন্ন পূর্বলক্ষণ আমাদের চোখে ধরা পড়বে, ঠিক কথা; কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় আগমণের নির্দিষ্ট সময় আমাদের কারুর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাই, নতুন নিয়মের মণ্ডলীর প্রথম বিশ্বাসীরা খ্রীস্টের প্রথম ও দ্বিতীয় আগমণের মধ্যবর্তী সমস্ত সময়কেই শেষের দিনসমূহ বলে বিশ্বাস করত। এই কারণেই পঞ্চাশত্তমীর দিন পিতর তার বক্তৃতায় **মর্ত্যমাত্রের উপর পবিত্র আত্মার সেচন** সম্বন্ধে যোয়েল ভাববাদীর ভাববাণীকে শেষকালের সঙ্গে যুক্ত করেছে (প্রেরিত ২:১৭ এবং যোয়েল ২:২৮ তুলনা)।

যাইহোক, যোহনের মূল আগ্রহের বিষয় হল, তার পাঠকদের ওয়াকিবহাল করা যে, তারা সেই শেষকালে বসবাস করছে। আর তাই, তার পাঠকরা যে **খ্রীস্টারির আগমন সম্বন্ধে ভাববাণী** শুনেছে, যোহন সেই ভাববাণীর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নতুন নিয়মের মধ্যে কেবলমাত্র যোহনের পত্রে আমরা ***খ্রীস্টারি*** (খ্রীস্ট+অরি/শত্রু) শব্দটি দেখতে পাই। *"এই শব্দ যোহন কোথা থেকে পেল?"* এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দুটি উৎসের কথা বলতে পারি। (১) যীশু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে গিয়ে, ***"মিথ্যা খ্রীস্ট ও মিথ্যা ভাববাদীদের"*** আগমন সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে বলেছিলেন। তাদের বর্ণনা করতে গিয়ে, যীশু এমন কথা বলেছিলেন, ***"তারা নানা প্রকার চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখাবে, যেন, যদি হতে পারে, তবে মনোনীতদেরও ভুলাবে"*** (মার্ক ১৩:২২, মথি ২৪:২৪)। এই সমস্ত লোকেরা স্পষ্টতঃ খ্রীস্ট হিসাবে **যীশুর বিপক্ষ**, যারা নিজেদের ভাববাদী বলে পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও মানুষদের মিথ্যা শিক্ষা দেয় অথবা যারা **নিজেদের খ্রীস্ট বলে মিথ্যা দাবি** করে। আবার, যীশু তাঁর শ্যামাঘাষের দৃষ্টান্তে (মথি ১৩:২৪-৩০) পূর্বেই উল্লেখ করেছিলেন যে, ভালো বীজের সঙ্গে সঙ্গে শয়তান শ্যামাঘাষের বীজ বপন করবে এবং শস্য সংগ্রহের সময় পর্যন্ত তাদের বাড়তে দেওয়া হবে। আবার, মথি ৭:১৫ যীশু তাঁর শিষ্যদের সতর্ক করে বলেছেন, ***"মিথ্যা ভাববাদীদের থেকে সাবধান, তারা মেষের বেশে তোমাদের কাছে আসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী কেন্দুয়া।"*** কিন্তু কেবল যীশু নন, পৌলও মণ্ডলীর মধ্যে ভ্রান্তশিক্ষার রমরমার কথা উল্লেখ করেছে, ***"আমি জানি, আমি গেলে পর, দুরন্ত নেকড়েরা তোমাদের মধ্যে ঢুকবে, পালের প্রতি মমতা করবে না; এবং তোমাদের***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

মধ্য থেকেও কোনও কোনও লোক উঠে শিষ্যদের নিজেদের পেছনে টেনে নেবার জন্য বিপরীত কথা বলবে" (প্রেরিত ২০:২৯-৩০)। (২) আবার, প্রকাশিত বাক্য ১৩ অধ্যায় বা ১৯:২০ পদে যে পশু এবং মিথ্যা ভাববাদীর কথা বলা হয়েছে, খ্রীস্টের ২য় আগমনের পূর্বে খ্রীস্টের সেই বিশেষ মহা-শত্রুর আগমনের কথাও যোহন চিন্তা করতে পারে। ধরা যেতে পারে, এই পত্র লেখার আগে পৌলের লেখা ২য় থিষলনীকীয় ২ অধ্যায়ে উল্লেখিত **পাপ-পুরুষের** কথা যোহন জানত। তাই, খ্রীস্টের ২য় আগমনের পূর্বে সেই মহা-শত্রুর আগমনের কথা যোহন তথা তার মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের জানা ছিল। তাই, যোহন, তাদের এমন কথা লিখেছে, *"তোমরা শুনেছ যে, খ্রীস্টারি আসছে।"* একইসঙ্গে, যোহন আবার উল্লেখ করেছে যে, *"এখনই অনেক খ্রীস্টারি হয়েছে।"*এর অর্থ, সেই সমস্ত খ্রীস্টারি, যাদের ইতিমধ্যে মণ্ডলীতে দেখা যাচ্ছে, তারা আগামী চূড়ান্ত খ্রীস্টারির অগ্রদূত *(pioneer)* মাত্র। এখন, যোহন যেহেতু তার পার্থিব পরিচর্যা কালেই এই সমস্ত খ্রীস্টারিদের (যারা হল সেই চূড়ান্ত খ্রীস্টারির অগ্রদূত) দেখেছিল, সেইহেতু যোহন তার সময়কে শেষকাল বলেছে। এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, খ্রীস্টের ২য় আগমনের পূর্বে প্রতিটি যুগে, আমরা খ্রীস্টধর্ম-বিরোধী ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বকে আশা করতে পারি। তাই, আমাদের উচিৎ খ্রীস্টারি ও খ্রীস্টধর্মবিরোধী শিক্ষা ও অনুশীলনের বিরুদ্ধে সর্বদা সজাগ থাকা ও প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা।

১৯ পদে, যোহন তার সময়কার সেই সমস্ত খ্রীস্টারিদের সম্বন্ধে আরও বলেছে, *"তারা আমাদের থেকে বের হয়েছে; কিন্তু আমাদের ছিল না; কারণ যদি আমাদের হত, তবে আমাদের সঙ্গে থাকত; কিন্তু তারা বের হয়েছে, যেন প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, সকলে আমাদের নয়।"* অর্থাৎ, এই কথার দ্বারা যোহন তার পাঠকদের কাছে সেই সমস্ত খ্রীস্টারিদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। তারা হল সেই সমস্ত মানুষ, যারা তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে গেছে। এর অর্থ, তারা এক সময় মণ্ডলীর সভ্য-সভ্যা বা মণ্ডলীর অনুগামী ছিল; কিন্তু এখন তারা সেই মণ্ডলী পরিত্যাগ করেছে। ধরা যেতে পারে, তারা মণ্ডলী থেকে বের হয়ে গিয়ে, তাদের নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাও গঠন করেছে। তারা তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছায় মণ্ডলী ত্যাগ করেছে। তারা যখন যোহনের শিক্ষার সঙ্গে তাদের চিন্তা বা মতের পার্থক্য উপলব্ধি করেছে, তখন তারা স্বেচ্ছায় মণ্ডলী ত্যাগ করে নতুন সংগঠন তৈরী করেছে। (৩য় যোহন পত্রে, অবশ্য যোহন কিছু বিশ্বাসীর কথা উল্লেখ করেছে, যারা দিয়ত্রিফির চাপে পড়ে মণ্ডলী থেকে বের হতে বাধ্য হয়েছিল, ৩য় যোহন ৭, ১০ পদ। সেখানকার পরিস্থিতি আলাদা। একইভাবে, মণ্ডলী সংস্কারক লুথার বা ক্যালভিনও মণ্ডলীর মধ্যে থেকেই মধ্যযুগীয় রোমীয় মণ্ডলীকে দূষণমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের যখন মণ্ডলী থেকে বহিষ্কার করা হয়, তখন তারা মণ্ডলী সংস্কারের কাজ বাইরে থেকে করতে বাধ্য হয়েছিলেন)।

যাইহোক, এই সমস্ত লোকেরা যদিও মণ্ডলী থেকে বের হয়ে গেছে, ঠিক কথা; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা কোনও এক সময় মণ্ডলীর সঙ্গে প্রকৃত অর্থে যুক্ত ছিল। অর্থাৎ, তারা কেবল আপেক্ষিক বা বাহ্যিক অর্থে মণ্ডলীর সভ্য-সভ্যা ছিল, তারা কখনও সত্য বিশ্বাসী বা মণ্ডলীর সত্য সভ্য-সভ্যা ছিল না। এর থেকে আমরা **দৃশ্যগ্রাহ্য মণ্ডলী** ও **অদৃশ্য মণ্ডলী** সম্বন্ধে নতুন নিয়মের পরিষ্কার শিক্ষা পেয়ে থাকি। দৃশ্যগ্রাহ্য মণ্ডলী হল, সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের সমষ্টি যারা মানুষের চোখে ধরা পড়ে, যাদেরকে আমরা মণ্ডলীতে যেতে-আসতে দেখি। কিন্তু অদৃশ্য মণ্ডলী হল, সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের সমষ্টি যাদের ঈশ্বর দেখতে পান, যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর নিজের বলে জানেন। তাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র এমন কথা বলে, *"প্রভু জানেন, কে কে তাঁর"* (২য় তীমথিয় ২:১৯)। আমরা কি আমাদের সত্য বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য রাখি?

প্রথমে তারা কীভাবে মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, তা কিন্তু যোহন এখানে আমাদের কাছে বর্ণনা করেনি। ধরা যেতে পারে, তারা কোনও এক সময় খ্রীস্ট বিশ্বাসের কথা মুখে বলেছিল; কিন্তু এখন প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, তারা সেই প্রাথমিক খ্রীস্ট বিশ্বাসের পক্ষে মত প্রকাশ করে না। অথবা, তারা সেই খ্রীস্টবিশ্বাস পরিত্যাগ করেছে এবং সর্বসমক্ষে তার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ২ যোহন ৯ পদানুসারে, তারা *"আগে আগে চলে,"* এবং *"খ্রীস্টের শিক্ষায় থাকে না।"*

অবশ্য, যোহন বিশ্বাস করে যে, তারা যদি মণ্ডলীর সত্য বিশ্বাসী হত, তাহলে তারা মণ্ডলী পরিত্যাগ করত না,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

তারা মণ্ডলীতেই থাকত। কিন্তু তারা মণ্ডলী পরিত্যাগ করেছে, আর তার দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা যে খ্রীস্টবিশ্বাসের পক্ষে একদিন স্বীকারোক্তি করেছিল, তা ছিল আসলে ফাঁকা আওয়াজ, ভণ্ডামি। কিন্তু যে ব্যক্তির স্বীকারোক্তি খাঁটি, সে কখনও সেই বিশ্বাস ত্যাগ করতে পারে না। তাই, যারা নিজেরা মণ্ডলী ত্যাগ করে, তথা মণ্ডলীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়, তার দ্বারা তারা তাদের মিথ্যা বিশ্বাসকেই তুলে ধরে।

খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমরা ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে থাকতে কতখানি আগ্রহী? প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসের একটি লক্ষণ হল, আমরা খ্রীস্টিয় সহভাগিতা ভালোবাসি। এই পত্রেরই পরবর্তী অংশে যোহন লিখেছে, ***"আমরা জানি যে, মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছি, কারণ ভাইদের ভালোবাসি"*** (১ যোহন ৩:১৪)। এই কারণে, আমরা যখন একই স্বর্গীয় প্রকৃতির (ঈশ্বরীয় স্বভাবের) অধিকারী হই (২ পিতর ১:৪), এবং আমাদের মধ্যে একই পবিত্র আত্মা বাস করেন (রোমীয় ৮:১৪-১৬), তখন আমরা আমাদের মধ্যে সেই সহভাগিতা উপভোগ করে থাকি ও একে অন্যের সঙ্গে বিনিময় করে থাকি। এই কারণে, যারা ভ্রান্ত শিক্ষায় পতিত হয়, তারা বাইবেলের পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নে আগ্রহী নয়। কখনও যদি তারা বাইবেল অধ্যয়নে আগ্রহ প্রকাশ করেও থাকে, তারা বাইবেল থেকে কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি অংশ আলাদা করে ব্যাখ্যা করে, অন্যান্য অংশ বাদ দিয়ে দেয়।

খ্রীস্টিয় মণ্ডলীর সমগ্র ইতিহাস জুড়ে একের পর এক বিভিন্ন ভ্রান্ত শিক্ষা বাইবেলের মূল শিক্ষাকে আক্রমণ করেছে। প্রভু কিন্তু মণ্ডলীর নেতাদের দ্বারা সেই সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষা থেকে মণ্ডলীকে রক্ষা করেছেন। বিভিন্ন খ্রীস্টিয় সম্মেলনের দ্বারা খ্রীস্ট ধর্মের প্রাথমিক শিক্ষাকে মণ্ডলী রক্ষা করেছে।

হ্যাঁ, খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা কী বিশ্বাস করি, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যা খুশি তাই-ই বিশ্বাস করব, আর নিজেদের খ্রীস্টবিশ্বাসী বলে পরিচয় দেব, তা চলতে পারে না। এখন, আমরা কী বিশ্বাস করব, তা ঈশ্বরের বাক্য, তথা পুরাতন ও নতুন নিয়মের ৬৬টি পুস্তকই সামগ্রিকভাবে আমাদের শিক্ষা দেবে। তার বাইরে যখন কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বা আন্দোলন আমাদের শিক্ষা দেবে, তখন আমাদের প্রয়োজন তাদের সত্যতা বাইবেলের শিক্ষার প্রেক্ষিতে বিচার করা।

বাংলা ভাষায়
সর্বপ্রথম
স্টাফ নোটেশনসহ
খ্রীস্টীয় গানবই

অনুগ্রহ গানবই

(Grace Hymnal)

৮৬২ পৃষ্ঠার এই বইয়ে আছে
১৪৫টি ইংরাজি সুরের গান
(বাংলা ও ইংরাজি কথাসহ)
২৬৮টি বাংলা সুরের গান ও
১০৬টি সুসমাচার সঙ্গীত
(বাংলা ও ইংরাজি কথাসহ)

মূল্য:-
প্রতি কপি মাত্র ১০০ টাকা
১০ বা তার বেশি কপির জন্য
মাত্র ৭৫ টাকা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)